প্রথম আলো

তারিখ 29 JAN 2016
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩

কে কার চেয়ে বড়?

প্র তি ক্রি য়া

আবুল বাসার মোহাম্মদ ফখরুজ্জামান

সরকার গত বছরের ১৫ ডিসেম্বর অষ্টম পে-স্কেলের গেজেট প্রকাশ করে। গেজেট প্রকাশের আগে থেকেই অষ্টম পে-স্কেল নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে ক্ষোভ ও অসন্তোষ দেখা দেয়। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিসিএস সমন্বয় পরিষদসহ বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন আন্দোলন শুরু করে। এবারের পে-স্কেলে নিজের কতটুকু বেতন বেড়েছে, তা নিয়ে তেমন কোনো হিসাব-নিকাশের কথা শোনা যায়নি। আমরা দেখলাম বেশি বেতন বাড়ানোর জন্য সরকারকে ধন্যবাদ না দিয়ে উল্টো আন্দোলন শুরু হয়েছে। এর কারণ নিজের কতটুকু বেতন বেড়েছে, তা হিসাব না করে সবাই অন্যেরটা হিসাব করছে। এ ধারাবাহিকতায় ১৩ জানুয়ারি *প্রথম আলো* পত্রিকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আসিফ নজরুল 'আমলা বনাম শিক্ষক' শিরোনামে একটি নিবন্ধ লিখেছেন। এ নিবন্ধে তাঁর কিছু বক্তব্যের ব্যাপারে বিনীতভাবে দ্বিমত পোষণ করছি।

এক. আসিফ নজরুল লিখেছেন, তিনি বোর্ড স্ট্যান্ড, ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি ও ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছেন। কিন্তু সমাজের সব ক্ষেত্রেই এ ধরনের সফল ব্যক্তিত্ব রয়েছেন। তিনি শিক্ষক হিসেবে নিজের যোগ্যতা তুলে ধরতে গিয়ে বাংলাদেশের স্পিকার, বিচারপতি, সেনা কর্মকর্তা থেকে শুরু করে সব সরকারি কর্মকর্তাকে তুলনামূলক মেধাহীন প্রতিপন্ন করেছেন। তিনি প্রথম গ্রেডের কর্মকর্তা বলতে শুধু প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাকেই বুঝিয়েছেন। অথচ প্রথম গ্রেডে সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনী এবং পুলিশসহ বিসিএসের বিভিন্ন ক্যাডারের কর্মকর্তা রয়েছেন। তিনি লিখেছেন, প্রশাসনে তাঁর বন্ধুদের অনেকে মাস্টার্সের পর আর পড়াশোনা করেননি অথচ তিনি ডক্টরেট ও পোস্ট ডক্টরাল ফেলোশিপ করেছেন। অধ্যাপক নজরুলের হয়তো অজানা যে সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে বর্তমানে এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রিধারী কয়েক শ কর্মকর্তা আছেন। আর প্রতিযোগিতার বিষয়ে অধ্যাপক নজরুল নিশ্চিত জানেন যে প্রশাসনের ১০০ থেকে ১৫০টি পদের জন্য প্রায় দুই লাখ পরীক্ষার্থী প্রতিযোগিতা করেন। অধ্যাপক নজরুল নিজের যোগ্যতা দিয়ে অন্যকে বিচার করতে চেয়েছেন।

দুই. আসিফ নজরুল বলেছেন, বিসিএস নবম ব্যাচের ৪১ জন কর্মকর্তার মেধাক্রমে তিনি দ্বিতীয় হয়েছিলেন। সেই সূত্রে তিনি যে দাবি করেছেন তাঁর বন্ধুদের 'দু-একজন পুরোপুরি সচিব' হয়ে গেছেন, সেটি একেবারেই সত্য নয়। নবম ব্যাচের কেউ সচিব হওয়া তো দূরের কথা, তার আগের অষ্টম ব্যাচেরও কেউ এখন পর্যন্ত যুগ্ম সচিবের গণ্ডি পেরোতে পারেননি। বিসিএস নবম ব্যাচের এই ক্যাডার কর্মকর্তারা ১৯৯১ সালের ৩১ জানুয়ারি চাকরিতে যোগদানের ২৪ বছরের বেশি সময় পর বেতন স্কেলের তৃতীয় গ্রেডে উন্নীত হলেও আসিফ নজরুল একই গ্রেডে অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছেন তাঁর চাকরির ১২ থেকে ১৫ বছর পূর্ণ হওয়ার পর। অথচ তাঁর ব্যাচের বিভিন্ন ক্যাডারে কর্মরত ৯২ জনের মধ্য থেকে যুগ্ম সচিব হতে পেরেছেন মাত্র ৫১ জন। তাঁর সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেওয়া প্রভাষক, যিনি পরবর্তী সময়ে সিভিল সার্ভিসে যোগ দিয়েছেন, তিনি কিন্তু এখনো যুগ্ম সচিব রয়েছেন।

তিন. অধ্যাপক আসিফ নজরুল 'আমলা বনাম শিক্ষক' নিবন্ধে তাঁর মেধার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর মতো অনেক মেধাবী ছাত্র বিসিএস প্রশাসন, পররাষ্ট্র, কাস্টম, পুলিশসহ অন্যান্য ক্যাডারে যোগদান করেছেন। একজন ব্যক্তি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে ক্যারিয়ার হিসেবে চিকিৎসক, শিক্ষক, কর্মকর্তা, পুলিশ, প্রকৌশলী বা ব্যবসায়ী হবেন কি না, এটি তাঁর একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। তিনি যেমন প্রশাসনের চাকরি ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে নিয়েছেন, ঠিক তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতার চাকরির প্রস্তাব পরিত্যাগ করেও অনেকে বিভিন্ন ক্যাডারে যোগদান করেছেন। এ তথ্য হয়তো অধ্যাপক নজরুলের অজানা রয়েছে।

চার. অধ্যাপক আসিফ নজরুল তাঁর লেখায় দাবি করেছেন, 'স্বাধীনতাসংগ্রামে শিক্ষকেরাই শহীদ হন, সামরিক শাসক আর ওয়ান-ইলেভেনে শিক্ষকেরাই নির্যাতিত হন, আমলারা নন।' অধ্যাপক নজরুল সম্ভবত স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস যথাযথভাবে বিবেচনায় না নিয়েই এ ধরনের একটি ঢালাও মন্তব্য করেছেন। তাঁর প্রতি বিনীত অনুরোধ, তিনি যেন মুক্তিযুদ্ধকালীন কুমিল্লার মহকুমা প্রশাসক মুক্তিযুদ্ধে শহীদ শামসুল হক খান, পুলিশ সুপার শহীদ কবির উদ্দিন আহমেদ, সিরাজগঞ্জের মহকুমা প্রশাসক শহীদ শামসুদ্দীন, শহীদ নূরুল আমিন খান, রাঙামাটির মহকুমা প্রশাসক শহীদ আবদুল আলী, কাপ্তাই পানি-বিদ্যুৎ প্রকল্পের ম্যানেজার শহীদ শামসুদ্দীন, রাজশাহী রেঞ্জের ডিআইজি শহীদ মামুন মাহমুদ, চট্টগ্রামের পুলিশ সুপার শহীদ শামসুল হক ও পুলিশ কর্মকর্তা শহীদ শাহ আবদুল মজিদের মতো কর্মকর্তাদের আত্মত্যাগকে বিবেচনায় নেন। হবিগঞ্জের তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক ড. আকবর আলি খান, মেহেরপুরের মহকুমা প্রশাসক ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, পার্বত্য চট্টগ্রামের তৎকালীন জেলা প্রশাসক ও প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এইচ টি ইমাম, পাবনার জেলা প্রশাসক নুরুল কাদের, কিশোরগঞ্জের মহকুমা প্রশাসক মরহুম খসরুজ্জামান চৌধুরী, বাংলাদেশ পুলিশের প্রথম ডিজি ও স্বরাষ্ট্রসচিব এম এ খালেকসহ অগণিত বেসামরিক কর্মকর্তার মুক্তিযুদ্ধে অবদান সম্পর্কে কিঞ্চিৎ জানার চেষ্টা করেন। 'ওয়ান-ইলেভেন'-এর সময়ে বিভিন্ন এলাকায় সরকারি কর্মকর্তাদের নাজেহাল হওয়ার অনেক ঘটনা রয়েছে।

> তিনি যেমন প্রশাসনের চাকরি ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে নিয়েছেন, ঠিক তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতার চাকরির প্রস্তাব পরিত্যাগ করেও অনেকে বিভিন্ন ক্যাডারে যোগদান করেছেন

পাঁচ. অধ্যাপক আসিফ নজরুল তাঁর লেখায় ক্ষুব্ধ হয়ে লিখেছেন, 'কোনো যুক্তিতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ওপর প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের স্থান নির্ধারিত হতে পারে না।' এ পরিপ্রেক্ষিতে আশপাশের ভারত, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা, সিঙ্গাপুরের ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স পরীক্ষা করা হলে দেখা যাবে অনেক ক্ষেত্রেই মন্ত্রিপরিষদ সচিব বা সচিবেরা রাষ্ট্রীয় পদের মানক্রমের অনেক ওপরের দিকে থাকেন। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ ভারতে মন্ত্রিপরিষদ সচিব ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্সে ১১তম স্থানে ও বাংলাদেশে ১২তম স্থানে, অস্ট্রেলিয়ায় সচিবেরা অষ্টম ধাপে, মালয়েশিয়ায় সপ্তম, শ্রীলঙ্কায় ১৩তম অবস্থানে রয়েছেন। রাষ্ট্রীয় আচার-অনুষ্ঠানে কার পদক্রম কী হবে, সেটি সরকার নির্ধারণ করে থাকে। এটি জোর করে আদায় করার বিষয় নয়।

ছয়. অধ্যাপক আসিফ নজরুল লিখেছেন, যুগ্ম সচিব পর্যায় থেকে গাড়িভাতা বাবদ ৪৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যুগ্ম সচিব ও তদূর্ধ্ব কর্মকর্তারা সরকারের প্রাধিকারভুক্ত কর্মকর্তা। এই ৪৫ হাজার টাকা গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ, জ্বালানি খরচ ও গাড়িচালকের বেতন হিসেবে দেওয়া হয়ে থাকে। তবে এ বিষয়টি তিনি এড়িয়ে গেছেন যে এ সুবিধা দেওয়া হয় যাঁরা সরকারি গাড়ি ব্যবহার করেন না, শুধু তাঁদের। চাকরির প্রকৃতি অনুযায়ী সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়ে থাকে। শিক্ষকেরাও একইভাবে পরীক্ষার হলে ডিউটি, পরীক্ষা, প্রশ্নপত্র ব্যবস্থাপনা, টেব্যুলেশন করার জন্য সম্মানী পেয়ে থাকেন।

অধ্যাপক নজরুল একটি প্রশ্ন রেখেছেন, 'কেন আমাদের চেয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কম যোগ্যতর ব্যক্তিরা হবেন প্রথম! কেন?' তাঁর এ বক্তব্য থেকে ধারণা করছি, তিনি হয়তো যোগ্যতা পরিমাপের জন্য পিএইচডি ও উচ্চতর ডিগ্রিকে মানদণ্ড হিসেবে বেছে নিয়েছেন। তাঁর ভাষ্যমতে, যেহেতু প্রশাসনে অনেকের এ ডিগ্রি নেই, সেহেতু প্রশাসনের কর্মকর্তারা শিক্ষকদের চেয়ে কম যোগ্য। তাঁর এ তুলনায় একটি প্রশ্ন মনে এসেছে। সেটি হলো, পিএইচডি ডিগ্রি যদি শুধু বেতন-মর্যাদা ও যোগ্যতার মানদণ্ড হয়, তাহলে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে মাল্টিন্যাশনাল করপোরেট প্রতিষ্ঠানের সিইও বা এমডিদের সবারই পিএইচডি ডিগ্রি কেন নেই?

● **আবুল বাসার মোহাম্মদ ফখরুজ্জামান : উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। বিসিএস প্রশাসন ক্যাডার ২৪তম ব্যাচের কর্মকর্তা।**